ক্যান্টনমেন্ট ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৩
(১৯৬৩ এর ১১)

ভাষান্তর ঃ মোঃ ফজলুল হক
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
২০০৮।

ক্যান্টনমেন্ট ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৩
(১৯৬৩ এর ১১)

ভাষান্তর ঃ মোঃ ফজলুল হক
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
২০০৮।

ক্যান্টনমেন্টস ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৩
(১৯৬৩ এর ১১)

ক্যান্টনমেন্ট এলাকাসমূহের সীমানায় কতিপয় শ্রেণীর দালানের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং ঐগুলি হইতে ভাড়াটিয়া উৎখাতের বিধান করার উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি আইন।

যেইহেতু ক্যান্টনমেন্ট এলাকাসমূহের সীমানায় কতিপয় শ্রেণীর দালানের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ, ঐ গুলি হইতে ভাড়াটিয়া উৎখাত এবং এতদ্‌সম্পর্কিত বিধান প্রণয়ন আবশ্যক ঃ

সেইহেতু নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ এবং প্রবর্তন।- (১) এই আইন ক্যান্টনমেন্টস ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা পাকিস্তানের সকল ক্যান্টনমেন্টে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে –

(ক) "দালান" অর্থ যেই কোন দালান বা দালানের অংশ, আবাসিক হউক বা না হউক, উহার অন্তর্গত সকল সাজসরঞ্জাম এবং স্থাপিত বস্তুসহ, যদি থাকে, এবং ইহাতে যেই কোন বাগান, মাঠ, গ্যারেজ এবং বহির্বাটি যাহা এইরূপ দালান বা উহার অংশ সংলগ্ন বা উহা সম্পর্কিত এবং খালি ভূমি অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু কোন ধর্মীয় উপাসনার স্থান অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(খ) "ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড" অর্থ ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ (১৯২৪ এর ২) এর অধীনে গঠিত একটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড;

(গ) "বাণিজ্যিক দালান" অর্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায় বা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি দালান;

(ঘ) "নিয়ন্ত্রক" অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত একজন ভাড়া নিয়ন্ত্রক এবং ইহাতে ঐ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে নিযুক্ত একজন অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ন্ত্রক অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঙ) একজন ব্যক্তির "পরিবার" অর্থ এবং ইহাতে একজন স্বামী, স্ত্রী, সন্তানগণ, নির্ভরশীল পিতামাতা, ভ্রাতাগণ, অবিবাহিতা বা বিধবা ভগ্নিগণ এবং মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং সংগে বসবাসরত এবং সম্পূর্ণরূপে ঐ ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সন্তান অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) একটি গৃহ যুক্তিযুক্ত মেরামত অবস্থায় গণ্য হইবে, যখন –

(i) সকল মেঝ, দেওয়াল, স্তম্ভ, তোরণসমূহ এবং ছাদসমূহ যথাযথ এবং পানি নিরোধক;

(ii) সকল দরজা এবং জানালা সঠিক, যথাযথভাবে রং বা তৈল লাগানো এবং উপযুক্ত হুক বা বল্টু বা অন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধকারী দ্বারা ব্যবস্থাকৃত;

(iii) সকল কক্ষ, বাহির্বাটি এবং সংলগ্ন দালানসমূহ যথাযথভাবে রং বা চুনা দ্বারা ধৌত; এবং

(iv) সকল বৈদ্যুতিক, পানি এবং স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ক সরঞ্জামাদি, যদি থাকে, যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণকৃত এবং নিরাপদ, সঠিক এবং ছিদ্রবিহীন;

(ছ) "বাড়ী ওয়ালা" অর্থ যেই কোন ব্যক্তি যিনি বর্তমানে যেই কোন দালানের ভাড়া, তাহার নিজের জন্য বা পক্ষে বা অন্য কোন ব্যক্তির উপকারার্থে, বা একজন ট্রাস্টি, অভিভাবক বা গ্রহীতা হিসাবে প্রাপ্ত হইবার অধিকারী এবং ইহাতে একজন ভাড়াটিয়া অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যিনি তাহার ইজারার শর্ত অনুযায়ী এইরূপ করিতে ক্ষমতাবান হইয়া,

দালানটি পেটরা-ভাড়া প্রদান করিয়াছেন এবং এইরূপ অন্য সকল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবেন যিনি বাড়ীওয়ালা হইতে বর্তমানে স্বত্ববান হইয়াছেন;

(জ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(ঝ) "আবাসিক দালান" অর্থ বাসস্থানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যেই কোন দালান এবং ইহাতে একটি হোস্টেল, বোর্ডিং-গৃহ এবং আবাসিক হোস্টেল অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(ঞ) "ভাড়াটিয়া" অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি তাহা দ্বারা বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা একটি দালান অধিকার বা দখলের জন্য বিনিময় হিসাবে ভাড়া প্রদানে চুক্তিবদ্ধ বা বাধ্য থাকেন, এবং ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবেন ঃ-

(i) যেই ব্যক্তি তাহার প্রজাস্বত্ব বাতিল হইবার পরও দালানটির অধিকার বা দখল চালু রাখেন, এবং

(ii) ভাড়াটিয়ার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার বংশধর এবং উত্তরাধিকার এবং প্রজাস্বত্ব বাতিলের পর, তাহার বংশধর, উত্তরাধিকারিগণ যাহারা দালানটি নিজেদের অধিকার বা দখলে রাখিতে থাকেন।

৩। কতিপয় দালানের ক্ষেত্রে আইন প্রযোজ্য হইবে না।- এই আইনে অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই নিম্নরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না –

(ক) একটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি, যেইরূপ পাকিস্তান (পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রশাসন) আইন, ১৯৫৭ এ সংজ্ঞায়িত হইয়াছে; এবং

(খ) যেই কোন সম্পত্তি, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার, কোন প্রাদেশিক সরকার, রেলপথ, বন্দর ট্রাস্ট বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর মালিকানাধীন এবং যেই কোন সম্পত্তি যাহার মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ, কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

৪। অব্যাহতির ক্ষমতা।- কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ করিতে পারেন যে, এই আইনের সকল বা যেই কোন বিধানসমূহ কোন ক্যান্টনমেন্ট বা নির্দিষ্ট কোন দালান, বা শ্রেণীভুক্ত দালান বা কোন নির্দিষ্ট এলাকার দালানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৫। এই আইন অন্য আইনসমূহকে বাতিল করিবে।- এই আইনের বিধানসমূহ বা উহাদের অধীনে প্রণীত যেই কোন বিধি বা প্রদত্ত আদেশ, উহাতে বর্তমানে বলবৎ কোন অন্য আইন, কাগজপত্র বা দলিলে অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুর সংগে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কার্যকর হইবে।

৬। নিয়ন্ত্রকের নিয়োগ।- (১) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এক বা একাধিক ক্যান্টনমেন্টের জন্য ভাড়া নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত করিতে পারেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন ব্যক্তিকেও এক বা একাধিক ক্যান্টনমেন্টের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ন্ত্রক হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারেন।

৭। ন্যায্য ভাড়া নির্ধারণ।- (১) ভাড়া নিয়ন্ত্রক, একটি দালানের ভাড়াটিয়া বা বাড়ীওয়ালা কর্তৃক দরখাস্তের প্রেক্ষিতে, তিনি যেইরূপ তদন্ত করা উপযুক্ত মনে করেন উহার পর, এইরূপ দালানের ন্যায্য ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারেন।

(২) ন্যায্য ভাড়া নিম্নেবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনান্তে নির্ধারণ করা হইবে, যথা ঃ-

(ক) যেই দালানটি ১ জুলাই, ১৯৬১ এর পুর্বে বিদ্যমান ছিল, উহার ঐ দিনের সরাসরি পুর্বের বার মাসের ভাড়া এবং যেই ক্ষেত্রে দালানটি বর্ণিত মেয়াদে ভাড়া প্রদত্ত ছিল না, উহার ক্ষেত্রে ঐ এলাকায় ঐ সময়ে বিদ্যমান আবাসনের জায়গা, মনোরম বৈশিষ্ট, সুযোগ সুবিধা এবং পরিবেশ যুক্ত দালানসমূহের ভাড়া,

(খ) ১ জুলাই, ১৯৬১ বা উহার পূর্বে সমাপ্ত দালানের ক্ষেত্রে ঐ দালান সমাপ্ত হওয়ার বার মাসের মধ্যে যেই পরিমাণ ভাড়ায় প্রথমে ভাড়া প্রদান করা হইয়াছে, এবং যেই ক্ষেত্রে দালানটি ঐ সময়ে ভাড়া প্রদান করা হয় নাই, উহার ক্ষেত্রে একই এলাকায় একই সময়ে বিদ্যমান একই ধরনের আবাসনের জায়াগায় মনোরম বৈশিষ্ট, সুযোগ সুবিধা এবং পরিবেশ যুক্ত দালানসমূহের ভাড়া; এবং

(গ) দফা (ক) বা দফা (খ)-তে বর্ণিত সময় সম্পর্কে ক্যান্টনমেন্টস্ আইন, ১৯২৪ (১৯২৪ এর ২) এর বিধানসমূহের অধীনে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড দালানটির মূল্যায়নকৃত বার্ষিক ভাড়া মূল্য।

(৩) একটি দালানের ন্যায্য ভাড়া নির্ধারণের সময় নিয়ন্ত্রক দালানটিতে স্থাপিত বস্তুসমূহ যেমন, লিফটসমূহ এবং বৈদ্যুতিক এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি, নির্মাণ এবং মেরামতের ব্যয়ের উত্থান ও পতন এবং ১ জুলাই, ১৯৬১ এর পর হইতে কর আরোপ, বাতিল, বৃদ্ধি বা হ্রাস ইত্যাদিও বিবেচনা করিবেন।

(৪) একটি দালানের অবচয় হিসাব করার সময় নিয়ন্ত্রক উহার অবস্থান, জলবায়ুগত অবস্থান, ইহা নির্মাণে ব্যবহৃত বস্তুসমূহের ধরন এবং উহার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত মনোযোগকেও বিবেচনা করিবেন।

(৫) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই বিষয়ে যেইরূপ নির্ধারণ করেন, সেই দিন এবং উহার পর হইতে, একশত এবং একুশ দিন অতিক্রান্ত হইবার পর নিয়ন্ত্রক উপধারা (১) এর অধীনে কোন দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন না –

(ক) যেইক্ষেত্রে দালানটি বর্ণিত তারিখের পূর্ব হইতে ভাড়াটিয়া কর্তৃক দখলকৃত আছে উহার ক্ষেত্রে বর্ণিত তারিখ হইতে; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া কর্তৃক দালানটি দখলের তারিখ হইতে।

৮। কতিপয় ক্ষেত্রে ন্যায্য বাড়া বৃদ্ধি।- (১) যেই ক্ষেত্রে দালানের ন্যায্য ভাড়া ধারা ৭ এর অধীনে নির্ধারণ করা হইয়াছে, উহা ভাড়াটিয়ার সম্মতি ব্যতীত বৃদ্ধি করা হইবে না, যদি বাড়ী ওয়ালার ব্যয়ে গৃহটিতে সাধারণ ও স্বাভাবিক মেরামতের অতিরিক্ত কোন সংযোজন, উন্নয়ন বা পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং যদি গৃহটি একজন ভাড়াটিয়ার দখলে থাকে, সেইক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ার লিখিত অনুরোধক্রমে, বা যদি কোন নতুন কর আরোপ বা বর্তমান কর বৃদ্ধি না হইয়া থাকে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে বাড়ীওয়ালা এবং তাহার ভাড়াটিয়ার মধ্যে সকল বিবাদ নিয়ন্ত্রক কর্তৃক মিমাংসা করা হইবে ঃ

শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রক কোন পরিস্থিতিতেই দালানাটিতে সংযোজন, উন্নয়ন বা পরিবর্তনের ব্যয়ের শতকরা সাড়ে সাত এর অধিক বা বাড়ীওয়ালা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য অতিরিক্ত কর এর অধিক, ক্ষেত্রমতে, ভাড়া বৃদ্ধি অনুমোদন করিবেন না।

৯। বাড়ীওয়ালা ন্যায্য ভাড়ার অতিরিক্ত কিছু দাবী করিবেন না।- ধারা ৮ এ যেইরূপ বিধিত হইয়াছে উহা ব্যতীত, যেই ক্ষেত্রে একটি দালানের ন্যায্য ভাড়া ধারা ৭ এর অধীনে নির্ধারণ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে বাড়ীওয়ালা ন্যায্য ভাড়ার অতিরিক্ত কোন অর্থ বা এইরূপ ন্যায্য ভাড়ার অতিরিক্ত কোন ভাড়া বা প্রিমিয়াম বা অন্য অনুরূপ অর্থ দাবী বা গ্রহণ করিবেন না এবং এইরূপ কোন প্রিমিয়াম, অর্থ বা অতিরিক্ত ভাড়ার ধারনা যুক্ত কোন দলিল বা চুক্তি ঐরূপ ধারনা পরিমাণে বাতিলযোগ্য হইবে ঃ

শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই এমন কোন ধারনাকে প্রভাবিত করিবে না যাহা অনধিক তিন মাসের অগ্রিম ভাড়া প্রদানের জন্য করা হইয়াছে।

১০। প্রজাস্বত্ব বরাদ্দ, নবায়ন বা চালু রাখার জন্য জরিমানা বা প্রিমিয়াম আদায় করা যাইবে না।- কোন বাড়ীওয়ালা একটি গৃহের প্রজাস্বত্ব বরাদ্দ, নবায়ন বা চালু রাখার প্রতিদান হিসাবে ভাড়ার অতিরিক্ত কোন জরিমানা, প্রিমিয়াম বা এইরূপ অন্য কোন প্রদান আবশ্যক করিবেন না।

১১। অপ্রদেয় অর্থ ফেরৎ গ্রহণ করা যাইতে পারে।- যেই ক্ষেত্রে এই আইন প্রবর্তনের পর, এই আইনের অধীনে একজন ভাড়াটিয়া কর্তৃক প্রদেয় নহে, এইরূপ পরিশোধিত অর্থ ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধের চার মাসের মধ্যে ফেরৎ গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং অন্য কোনরূপ পদ্ধতিতে আদায় ক্ষুণ্ন না করিয়া উহা ভাড়াটিয়া দ্বারা বাড়ীওয়ালাকে পরিশোধযোগ্য ভাড়া হইতে বিকলন করা যাইতে পারে।

১২। ভাড়াটিয়া করসমূহ পরিশোধ করিবেন।- বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইন বা চুক্তিতে যাহাই থাকুক না কেন, ভাড়াটিয়া ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে দালানটি সম্পর্কিত প্রাপ্য কর তাহা দ্বারা পরিশোধযোগ্য ভাড়া হইতে বিকলন করতঃ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন, যাহা ক্যান্টনসেন্টস আইন, ১৯২৪ (১৯২৪ এর ২) এর ধারা ৬৫ অনুসারে আবশ্যক।

১৩। বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়া কর্তৃক ভোগকৃত সুবিধাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।- (১) কোন বাড়ীওয়ালা উচিত বা পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত ভাড়াটিয়া কর্তৃক ভোগকৃত সুবিধাদি বিচ্ছিন্ন বা প্রত্যাহার করিবেন না।

(২) একটি দালান দখলকারী ভাড়াটিয়া, যদি বাড়ীওয়ালা এই ধারার বিধানসমূহ লঙ্ঘন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রকের নিকট এইরূপ লঙ্ঘন সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া একটি দরখাস্ত করিতে পারেন।

(৩) যদি নিয়ন্ত্রক, তদন্তের পর দেখিতে পান যে, ভাড়াটিয়া সুবিধাসমূহ ভোগ করিতেছিলেন এবং ঐগুলি বাড়ীওয়ালা কর্তৃক উচিত বা পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত বিচ্ছিন্ন বা প্রত্যাহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি একটি আদেশ প্রদান করিতে পারেন, যাহাতে বাড়ীওয়ালাকে এইরূপ সুবিধাদি পুনঃপ্রদান করিতে নির্দেশ করা হইবে বা ভাড়াটিয়াকে ঐ সকল সুবিধার ব্যবস্থা করিতে এবং উহার জন্য ঐরূপ অর্থ ব্যয় করিতে, যেইরূপ নিয়ন্ত্রক নির্ধারণ করেন, ক্ষমতা প্রদান করা হইবে এবং ভাড়াটিয়া কর্তৃক এইরূপ ব্যয়কৃত অর্থ, ভাড়াটিয়া কর্তৃক দালান সম্পর্কে প্রদেয় অর্থের সংগে সমন্বয় করা হইবে।

১৪। আবাসিক দালান বাণিজ্যিক দালানে রূপান্তর এবং তদ্বিপরীত সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা।- নিয়ন্ত্রকের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি একটি আবাসিক দালানকে বাণিজ্যিক দালানে রূপান্তর বা তদ্বিপরীত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন না।

১৫। বাড়ীওয়ালা কর্তৃক প্রয়োজনীয় মেরামত করিতে ব্যর্থতা।- যদি একজন বাড়ীওয়ালা একটি দালানকে একটি যুক্তিযুক্ত মেরামত অবস্থায় রাখিতে বা উহাতে এইরূপ মেরামত করিতে, যাহা কাঠামোগত পরিবর্তন নহে, যদ্রুপ সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভাড়াটিয়া কর্তৃক দরখাস্ত এবং নিয়ন্ত্রক যেইরূপ প্রয়োজন মনে করেন, সেইরূপ তদন্তের পর, ইহা আদেশ প্রদান করা নিয়ন্ত্রকের পক্ষে যথাযোগ্য হইবে যে, এইরূপ মেরামত ভাড়াটিয়া কর্তৃক সম্পাদন করা এবং উহার জন্য ব্যয়কৃত অর্থ তাহা দ্বারা প্রদেয় ভাড়া হইতে বিকলন করা হউক ঃ

শর্ত থাকে যে, এই ধারায় কোন কিছুই ভাড়াটিয়াকে মেরামতের কাজে তিন মাসের ভাড়ার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা প্রদান করিবে না, যদি নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয় তদন্ত করার পর সন্তুষ্ট হন যে, এইরূপ মেরামত দালানটি বসবাসযোগ্য করার জন্য অপরিহার্য ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে প্রজাস্বত্বের চুক্তির শর্ত অনুসারে, একজন ভাড়াটিয়া বাড়ীওয়ালার ব্যয়ে মেরামত করানোর ক্ষমতা প্রাপ্ত, সেই ক্ষেত্রে এই ধারার অধীনে কোন দরখাস্তের প্রয়োজন হইবে না।

১৬। একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আদেশবলে ব্যয়কৃত অর্থ পরিশোধ।- (১) যেই ক্ষেত্রে একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, যেই কোন আইনের অধীনে উহার দায়িত্ব পালনের জন্য বাড়ীওয়ালকে তাহার দালানে কিছু নির্দিষ্ট মেরামত করিতে নির্দেশ প্রদান করেন এবং বাড়ীওয়ালা উহা মান্য করিতে ব্যর্থ হন, সেই ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাক্রমে এইরূপ মেরামত সম্পন্ন করিতে পারেন।

(২) যেই ক্ষেত্রে একজন ভাড়াটিয়া উপ-ধারা (১) এর নির্দেশের অনুসরনে কোন মেরামত সম্পন্ন করেন, সেই ক্ষেত্রে তিনি মেরামত সমাপ্ত করার তিন মাসের মধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট তাহা দ্বারা এইরূপ মেরামতের জন্য ব্যয়কৃত অর্থের একটি হিসাব দাখিল করিবেন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ যাচাই এর পর, এইরূপ ব্যয় প্রত্যয়ন করিবেন, যাহার প্রেক্ষিতে ভাড়াটিয়া প্রত্যয়নকৃত ব্যয় তাহা দ্বারা প্রদেয় ভাড়া হইতে বিকলন করিবার দাবীদার হইবেন।

১৭। ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ।- (১) এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পর, কোন ভাড়াটিয়াকে তাহার প্রজাস্বত্ব বাতিল হওয়ার পূর্বে হউক বা পরে হউক, এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পর প্রদত্ত কোন নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তাহার দখলকৃত কোন দালান হইতে, এই ধারার বিধান অনুসরণ ব্যতীত উচ্ছেদ করা হইবে না।

(২) যেই বাড়ীওয়ালা তাহার ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এই বিষয়ে আদেশ প্রদানের জন্য নিয়ন্ত্রকের নিকট দরখাস্ত করিবেন এবং নিয়ন্ত্রক ভাড়াটিয়াকে দরখাস্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিযুক্ত সুযোগ প্রদনের পর, বাড়ীওয়ালার নিকট দখল অর্পন করিতে ভাড়াটিয়াকে নির্দেশ প্রদান করিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে ঃ-

(i) প্রজাস্বত্ব চুক্তিতে ভাড়া পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখ শেষ হওয়ার পনের দিনের মধ্যে ও ভাড়াটিয়া ভাড়া পরিশোধ বা প্রদান করেন নাই বা এইরূপ চুক্তির অবর্তমানে, যেই মেয়াদের জন্য খাজনা পরিশোধযোগ্য উহার ষাট দিনের মধ্যে; বা

(ii) ভাড়াটিয়া বাড়ীওয়ালার লিখিত সম্মতি ব্যতীত ঃ-
   (ক) ইজারার অধীনে তাহার অধিকার হস্তান্তর বা দালানটি বা উহার কোন অংশ পেটরা-ভাড়া প্রদান করিয়াছেন; বা
   (খ) দালানটি যেই উদ্দেশ্যে ইজারা প্রদান করা হইয়াছিল উহা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন; বা

(iii) ভাড়াটিয়া এমন কাজ করিয়াছেন যাহা গুরুতরভাবে দালানের মূল্য, চেহারা বা উপযোগীতা ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে; বা

(iv) ভাড়াটিয়ার কার্যাদি এবং আচরণ আশেপাশের দালানসমূহের দখলদারদের জন্য একটি উপদ্রবে পরিণত হইয়াছে; বা

(v) যেই ক্ষেত্রে দালানটি একটি পাহাড়ী স্টেশন ব্যতীত অন্য স্থানে অবস্থিত, সেই ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া ক্রমাগত চার মাস পর্যন্ত দালানটি দখল করা হইতে বিরত আছেন; বা

(vi) বাড়ীওয়ালা একই স্থানে একটি নতুন দালান নির্মাণের জন্য দালানটি ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হইতে এইরূপ নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় অনুমোদন সংগ্রহ করিয়াছেন ঃ

শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রক বাড়ীওয়ালাকে দালানটির দখল প্রদানের জন্য ভাড়াটিয়াকে একটি যুক্তিযুক্ত সময় প্রদান করিতে পারেন এবং এইরূপ সময় বর্ধিত করিতে পারেন যাহাতে উহা মোট তিন মাসের অধিক না হয়।

ব্যাখ্যা।- দফা (১) এর উদ্দেশ্যে, বাড়ীওয়ালার নিকট মানি অর্ডার যোগে ভাড়া প্রেরণ বা যদি বাড়ীওয়ালা ভাড়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে যেই এলাকায় দালানটি অবস্থিত উহা সম্পর্কে এখতিয়ার প্রাপ্ত নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে ভাড়া জমা করা হইলে উহা যথাযথভাবে প্রদত্ত গণ্য হইবে।

(৩) যদি নিয়ন্ত্রক এতদ্‌পূর্বে বর্ণিতরূপে সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তিনি দরখাস্তটি প্রত্যাখ্যান করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(৪) একজন বাড়ীওয়ালা তাহাকে দখল হস্তান্তরের জন্য ভাড়াটিয়াকে নির্দেশ প্রদান করিতে নিয়ন্ত্রকের নিসট দরখাস্ত করিতে পারেন ঃ-

(ক) একটি আবাসিক দালানের ক্ষেত্রে, যদি –

(i) সরল বিশ্বাসে উহা তাহার নিজের বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের জন্য প্রয়োজন হয়; এবং

(ii) তিনি বা তাহার পরিবারের সদস্য, ক্ষেত্রমতে, ঐ সময়ে সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট এলাকা বা উহার সন্নিকটে কোন স্থানীয় এলাকায় তাহার প্রয়োজনের উপযুক্ত আবাসিক দালান দখল করিতেছেন না; এবং

(iii) তিনি বা তাহার পরিবারের বর্ণিত সদস্য এই আইন প্রবর্তনের পর পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত ঐ বর্ণিত এলাকা বা সন্নিকটের কোন এলাকায় এইরূপ দালান খালি করেন নাই; এবং

(খ) একটি বাণিজ্যিক দালানের ক্ষেত্রে, যদি –

(i) সরল বিশ্বাসে ইহা তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন; এবং

(ii) তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকা বা উহার সন্নিকটে কোন স্থানীয় এলাকায়, যাহাতে এইরূপ দালান অবস্থিত, তাহার ব্যবসায়ের প্রয়োজনে উপযুক্ত এইরূপ অন্য কোন দালান ঐ সময়ে দখল করিতেছেন; এবং

(iii) তিনি এই আইন প্রবর্তনের পর পর্যাপ্ত কারণ ব্যততি ঐ বর্ণিত এলাকা বা সন্নিকটের কোন এলাকায় এইরূপ দালান খালি করেন নাই।

শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে প্রজাস্বত্ব বাড়ীওয়ালা এবং ভাড়াটিয়ার মধ্যে সম্মত কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে বাড়ীওয়ালা এই উপ-ধারার অধীনে দরখাস্ত করার দাবীদার হইবেন না ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, যখন একজন বাড়ীওয়ালা উপ-দফা (ক) বা উপ-দফা (খ) এর অধীনে একটি আবাসিক বা বাণিজ্যিক দালানের দখল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি ঐ উপ-দফার অধীনে অন্য কোন দালান দখলের জন্য পুনরায় দরখাস্ত করার দাবীদার হইবেন না, যদি না পূর্বে তিনি দালানটির দখল গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহা তাহার প্রয়োজনের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ঃ

ইহাও শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারা, সরাইখানা, হোটেল, ডাকবাংলো, লজিং-গৃহাদি, জলখাবার কক্ষ এবং গণবিনোদনের স্থানসমূহ বা স্বাস্থকর স্থান বা শিক্ষামূলক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বস্তু বা বই বিক্রয় বা প্রস্তুত করণে নিযুক্ত প্রাঙ্গণাদি, যদি না বাড়ীওয়ালার এইরূপ কোন দালান নিজের কোন ব্যবসায় পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয়, যেই ক্ষেত্রে তিনি ভাড়াটিয়ার উপর দুই বৎসর সময়ের নোটিশ প্রদানপূর্বক এই উপ-ধারার অধীনে দরখাস্ত করিতে পারেন; কিন্তু কোন দালান যাহা এই আইন প্রবর্তনের সময় এতদ্‌পূর্বে বর্ণিত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার হইতেছে না, বা এইরূপ প্রবর্তনের পর এইরূপ সুস্পষ্ট কোন উদ্দেশ্যে ভাড়া প্রদান করা হয় নাই, উহা এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে, বাড়ীওয়ালার লিখিত সম্মতি ব্যতীত রূপান্তর করা হইবে না।

(৫) নিয়ন্ত্রক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উপ-ধারা (৪) এর অধীনে বাড়ীওয়ালার দাবী যথাযথ, তাহা হইলে তিনি ভাড়াটিয়াকে এইরূপ নির্দেশমূলক আদেশ প্রদান করিতে পারেন যেন দালানটি নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে বাড়ীওয়ালার দখলে হস্তান্তর করা হয় এবং যদি নিয়ন্ত্রক সন্তুষ্ট না হন তাহা হইলে দরখাস্তটি প্রত্যাখ্যান করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারেন ঃ

শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রক ভাড়াটিয়াকে দালানটির দখল বাড়ীওয়ালার দখলে হস্তান্তর করার জন্য একটি যুক্তিযুক্ত সময় প্রদান করিতে পারেন এবং এইরূপ সময় বর্ধিত করিতে পারেন যাহা মোট তিন মাসের অধিক হইবে না।

(৬) যেই ক্ষেত্রে বাড়ীওয়ালা যিনি উপ-ধারা (৫) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ অনুসরণে একটি দালানের দখল গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নিজে বা যেই ক্ষেত্রে তাহার পরিবারের কোন সদস্যের জন্য দখল সংগ্রহ করা হইয়াছে, ঐ সদস্য দখল গ্রহণের এক মাসের মধ্যে বাড়ীতে বসবাস শুরু না করেন, তাহা হইলে যেই ভাড়াটিয়াকে দালান হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে, তিনি ঐ দালানের দখল তাহার নিকট পুন:অর্পণ করার নির্দেশ প্রদান করার জন্য নিয়ন্ত্রকের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন এবং পরিচালক তদনুসারে আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(৭) যেই ক্ষেত্রে একজন বাড়ীওয়ালা উপ-ধারা (২) এর দফা (vi) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ অনুসরণে একটি দালানের দখল গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার দখল গ্রহণের চার মাসের মধ্যে দালানটি ভাঙ্গিয়া ফেলার ব্যবস্থা করেন নাই, বা ঐ চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার দুই বৎসর সময়ের মধ্যে নতুন দালান নির্মাণ করেন নাই, তিনি, যদি নিয়ন্ত্রককে এই মর্মে সন্তুষ্ট না করেন যে, তিনি তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে দালানটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা নতুন দালান নির্মাণ করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে, এমন মেয়াদের জেল বা জরিমানা বা উভয় দ্বারা শাস্তিযোগ্য হইবেন।

(৮) এই ধারার অধীনে কার্যবিধির শুনানীর প্রথম দিনে বা উহার পর যতদ্রুত সম্ভব, কিন্তু অভিযোগসমূহ গঠনের পূর্বে নিয়ন্ত্রক ভাড়াটিয়াকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিবেন, যাহাতে তিনি তাহার নিকট প্রাপ্য সকল ভাড়া একটি নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে তাহার অফিসে জমা করেন এবং মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে ঐ ভাড়া ও প্রতি মাসের ৫ তারিখের পূর্বে জমা করেন যাহা পরবর্তীতে প্রাপ্য হইবে, এবং যদি প্রাপ্য ভাড়ার পরিমাণ সম্পর্কে কোন বিবাদ থাকে, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রক ঐ পরিমাণ আনুমানিকভাবে নির্ধারণ করিবেন।

(৯) যদি ভাড়াটিয়া ভাড়ার অর্থ নির্ধারিত তারিখের পূর্বে, বা ক্ষেত্রমতে মাসের ৫ তারিখের পূর্বে জমা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে, তাহার দরখাস্ত, যদি তিনি দরখাস্তকারী হন, বাতিল করা হইবে, বা তাহার অভিযোগ, যদি তিনি বাদী হন, খারিজ করা হইবে এবং অতিরিক্ত কোন কার্যবিধি ব্যতীত বাড়ীওয়ালাকে দালানের দখল অর্পন করা হইবে।

(১০) যদি নিয়ন্ত্রক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, একজন বাড়ীওয়ালা কর্তৃক একজন ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করার জন্য দাখিলকৃত দরখাস্তটি অসার বা হয়রানিমূলক, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রক এই মর্মে নির্দেশ করিতে পারেন যে, বাড়ীওয়ালা এইরূপ ভাড়াটিয়াকে অনধিক একশত টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(১১) এই আইনে বা অন্যত্র যাহাই থাকুক না কেন, কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকার, একটি রেলপথ, একটি বন্দর ট্রাস্ট, একটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও উহার মালিকানাধীন, ভাড়াকৃত বা অধিগ্রহণকৃত এতদ্‌পূর্বে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভাড়া পরিশোধ না করা বা দখলের কোন শর্ত লঙ্ঘনের কারণে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ প্রার্থনা করিয়া নিয়ন্ত্রকের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন।

১৮। হোটেল এবং লজিং-গৃহাদির নিবন্ধন।- (১) এই আইন প্রবর্তনের বা কোন হোটেল বা লজিং-গৃহাদি খোলার, যেইটি পরে হয়, দুই মাস মেয়াদের মধ্যে, প্রত্যেক হোটেল বা লজিং-গৃহের মালিক তাহার হোটেল বা লজিং-গৃহের নিবন্ধন এবং উহা সম্পর্কিত ন্যায্য ভাড়া নির্ধারণের জন্য নিয়ন্ত্রকের নিকট দরখাস্ত করিবেন ঃ

শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে যেই কোন হোটেল বা লজিং-গৃহ, যেই কোন শ্রেণীর হোটেলসমূহ বা লজিং-গৃহসমূহকে এই ধারার বিধানসমূহ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারেন।

(২) একটি হোটেলে বা লজিং-গৃহের কোন মালিক যিনি উপ-ধারা (১) মান্য করিয়া তাহার হোটেল বা লজিং-গৃহের নিবন্ধন করাইতে ব্যর্থ হন, তিনি জরিমানা দ্বারা শাস্তিযোগ্য হইবেন, যাহা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে।

১৯। ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ।- (১) নিয়ন্ত্রক একটি হোটেল বা বোর্ডিং গৃহে আহার ও বাসস্থান, থাকা এবং অন্যান্য প্রদত্ত সেবার জন্য সঙ্গত সকল পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করিবেন।

(২) ন্যায্য মূল্য পৃথকভাবে প্রাত্যহিক এবং মাসিক অতিথিদের জন্য নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা।- যেই অতিথি এক মাস বা উহার অধিক মেয়াদে বসবাসের সুবিধা সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছুক, তিনি মাসিক অতিথি হিসাবে এবং যেই ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংরক্ষণ হয় না, বা এক মাসের কম সময়ের জন্য করা হয়, সেই ক্ষেত্রে অতিথি দৈনিক অতিথি হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৩) নিয়ন্ত্রক তাহা দ্বারা এই ধারার অধীনে নির্ধারিত মূল্য সময় সময় সংশোধন করিতে পারেন।

শর্ত থাকে যে, একটি চুক্তির মাধ্যমে বা অন্যরূপে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্য প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) নিয়ন্ত্রক একটি হোটেল বা লজিং-গৃহে প্রত্যেক কক্ষ বা আবাসনের অন্য ইউনিটে সর্বাধিক কয় জন অতিথি থাকিবেন তাহাও নির্ধারণ করিতে পারেন ঃ

শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে একটি হোটেল বা লজিং-গৃহ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখলে আছে, সেই ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ঘটনাসমূহ বর্ণনা এবং ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের পূর্বে ঐ বিষয়ে তাহার মতামত প্রকাশের সুযোগ প্রদান করা হইবে।

আরো শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রক সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন বা শুধু সেনাবাহিনীর সদস্যদের ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত হোটেল, বোর্ডিং-গৃহ, লজিং-গৃহ এবং ডাকবাংলোসমূহের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন না।

২০। ন্যায্য মূল্য ইত্যাদি, প্রদর্শন করিতে হইবে।- নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত ন্যায্য মূল্য এবং একটি হোটেল বা লজিং-গৃহের প্রত্যেক কক্ষ বা আবাসনের ইউনিটে সর্বাধিক কত জন অতিথি থাকিবেন, উহা প্রকাশ্য রূপে এইরূপ হোটেল বা লজিং-গৃহের অফিস এবং সাধারণ কক্ষসমূহে, যদি থাকে, প্রদর্শন করিতে হইবে।

২১। হোটেল ইত্যাদি হইতে অতিথি উচ্ছেদ।- (১) এতদ্‌পরবর্তীতে নির্ধারণকৃতরূপ ব্যতীত অন্য কোনরূপে, কোন অতিথিকে একটি হোটেল বা লজিং-গৃহ হইতে উচ্ছেদ করা বা থাকা বা অন্যান্য সেবা প্রদান অস্বীকার করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ন্যায্য মূল্য প্রদান করেন বা করিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক থাকেন।

(২) যদি নিয়ন্ত্রক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে –

(ক) একটি হোটেল বা লজিং-গৃহের একজন অতিথি এমন আচরণে অপরাধী যাহা অন্য অতিথি বা আশেপাশে বসবাসরত ব্যক্তিদের জন্য উপদ্রব বা বিরক্তির উৎস; বা

(খ) যেই আবাসস্থল তাহার দখলে আছে, উহা হোটেল বা লজিং-গৃহের মালিক বা ম্যানেজার এর প্রয়োজন;

তাহা হইলে নিয়ন্ত্রক, যদি তিনি প্রয়োজনকে সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবে তিনি এইরূপ অতিথিগণ কর্তৃক দখলকৃত আবাসন বা উহার অংশের দখল পুনরুদ্ধার করিতে মালিক বা ম্যানেজারকে, ক্ষেত্রমত, ক্ষমতা প্রদানপূর্বক একটি আদেশ প্রদান করিতে পারেন ঃ

শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন আদেশ প্রদান করা হইবে না, যদি না, অতিথিকে কেন এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইবে না, এই মর্মে কারণ দর্শানোর যুক্তিযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয় ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে অতিথির একটি নির্দিষ্ট সময়ে থাকার জন্য একটি চুক্তি রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে ঐ সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে তাহাকে উচ্ছেদ করা হইবে না।

২২। সরকারী কর্মচারী ইত্যাদি উচ্ছেদ।- এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার, একটি রেলপথ, একটি বন্দর ট্রাস্ট, একট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা কোন কর্পোরেশন, কোম্পানী বা কর্তৃপক্ষ যাহা সমাজে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান করিতেছেন, এমন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন উচ্ছেদের আদেশ প্রদান করা হইবে না, যদি তাহার উচ্ছেদ গণস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হয়, শর্ত থাকে যে, উচ্ছেদ এই আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (i) হইতে (iv) এ বা ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ উল্লেখিত কারণসমূহের জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে না।

২৩। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহ পুনরায় উত্থাপিত হইবে না।- নিয়ন্ত্রক ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) বা উপ-ধারা (৪) এর আওতায় দাখিলকৃত যেই কোন দরখাস্ত সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাখ্যান করিবেন, যাহাতে বস্তুগতভাবে একই বিষয়সমূহ উত্থাপন করা হয়, যেইগুলি এই আইনের অধীনে পূর্ববর্তী কোন কার্যবিধিতে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে।

২৪। আপীল।- (১) কেন্দ্রী সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত একটি সাধারণ বা বিশেষ আদেশ বলে একজন জেলা জজ বা একজন অতিরিক্ত জেলা জজ কে এতদ্‌পরবর্তীতে আপীল আদালত হিসাবে উল্লেখিত, দেওয়ানী দণ্ডবিধি, ১৯০৮ এর অধীনে, আদেশে নির্ধারিত একটি ক্যান্টনমেন্ট বা ক্যান্টনমেন্টসমূহের জন্য, ক্ষেত্রমত, একটি আপীল আদালতের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন।

(২) নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যেই কোন পক্ষ, এইরূপ প্রদত্ত আদেশের তারিখ হইতে পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে আপীল আদালতে একটি আপীল দায়ের করিতে পারেন।

(৩) এই আইনের বিধানসমূহ সাপেক্ষে, এই ধারার অধীনে একটি আপীল দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ এর ৫) এর ধারা ৯৬ এর বিধান অনুসারে একটি মূল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হিসাবে শুনানী বা নিষ্পত্তি করা হইবে এবং ঐ কার্যবিধির দফা vii এবং প্রথম তফসিলের আদেশ নং XLI এইরূপ আপীলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ঃ

শর্ত থাকে যে, আপীল আদালত, যেই ক্ষেত্রে উহা প্রয়োজন মনে করে, আপীলটি নিষ্পত্তির পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে বা অন্যরূপে আরো তদন্ত করিতে পারে।

(৪) আপীল আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) নিয়ন্ত্রকের কোন আদেশ এই ধারার অধীনে একটি আপীল ব্যতীত, এবং এই আইনের অধীনে আপীল আদালতের কোন আদেশ সম্পর্কে কোন আদালতে কোন মামলা, আপীল বা অন্য কোন আইনগত কার্যবিধির মাধ্যমে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে না।

২৫। আদেশ কার্যকরকরণ।- (১) ধারা ১৩ বা ১৭ এর অধীনে প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ এবং ধারা ২৪ এর অধীনে প্রত্যেক আপীলে প্রদত্ত আদেশ সংশ্লিষ্ট এলাকায় এখতিয়ার প্রাপ্ত একটি দেওয়ানী আদালত কর্তৃক এইরূপে কার্যকরা করা হইবে, যেন উহা ঐ আদালতেরই একটি আদেশ।

(২) দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮ এর ৫) এর প্রথম তফসিল এর আদেশ নং ২১ এর বিধানসমূহ, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীনে প্রদত্ত বা প্রদত্ত হিসাবে গণ্য আদেশসমূহ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৬। বাড়ীওয়ালা এবং ভাড়াটিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ প্রদান করিবেন।- একটি দালানের প্রত্যেক বাড়ীওয়ালা এবং প্রত্যেক ভাড়াটিয়া নিয়ন্ত্রক বা তাহা দ্বারা এই বিষয়ে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তির নিকট যেই রূপ নির্ধারণ করা হইবে, সেইরূপ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৭। নিয়ন্ত্রকের কার্যবিধি এবং ক্ষমতা।- (১) নিয়ন্ত্রক কর্তৃক তদন্ত সম্পাদন না করিয়া এই আইনের ধারা ৭, ৯, ১৩, ১৫, ১৭ বা ১৯ এর অধীনে কোন আদেশ প্রদান করা হইবে না।

(২) এই আইনের অধীনে একটি তদন্ত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক এবং আপীল আদালত ঐ একই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, যেইরূপ দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ এর ৫) এর অধীনে একটি আদালতের উপর ন্যস্ত আছে, যাহা নিম্নরূপ বিষয়সমূহ সংক্রান্ত একটি মামলার বিচারের সময় প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ-

(ক) কোন ব্যক্তিকে সমন জারি করা এবং তাহার উপস্থিতি বলবৎ করা এবং শপথের পর তাহার জবানবন্দী গ্রহণ;

(খ) কোন দলিল উদ্‌ঘাটন এবং উপস্থাপন এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করা; এবং

(গ) সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণের জন্য একটি কমিশন জারি করা।

(৩) প্রত্যেকটি তদন্তের কার্যবিধিসমূহ পাকিস্তান ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৮৬০ (১৮৬০ এর ৪৫) এর ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ এর অর্থে বিচারিক কার্যবিধি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) নিয়ন্ত্রক ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫) এর ধারা ৪৮০ এবং ৪৮২ এর উদ্দেশ্যে একটি আদালত হিসাবে গণ্য হইবেন।

২৮। শাস্তি।- যেই কেহ এই আইন বা উহার অধীনে প্রণীত বিধিসমূহ লঙ্ঘন করেন বা মান্য করিতে ব্যর্থ হন, তিনি জরিমানা দ্বারা শাস্তিযোগ্য হইবেন, যাহা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে।

২৯। অপরাধ আমলে নেওয়া।- কোন আদালত এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ আমলে নিবেন না, যদি না অপরাধ সংঘটনের তিন মাসের মধ্যে নিয়ন্ত্রক কর্তৃক একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

৩০। নিয়ন্ত্রক একজন সরকারী কর্মকর্তা হইবেন।- নিয়ন্ত্রক পাকিস্তান ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৮৬০ (১৮৬০ এর ৪৫) এর ধারা ২১ এর অর্থে একজন সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

৩১। ক্ষতিপূরণ।- নিয়ন্ত্রক বা তাহার আদেশে কর্মরত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসেকৃত বা করার জন্য অভিপ্রেত কোন কিছু সম্পর্কে কোন মামলা বা আইনগত কার্যবিধি দায়ের করা যাইবে না।

৩২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন।